পলিসি ব্রিফ
#১৪৬-১/২০২৪
সেপ্টেম্বর ২০২৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"নতুন বাংলাদেশ"

বিচারিক সেবা কার্যক্রমে সুশাসন

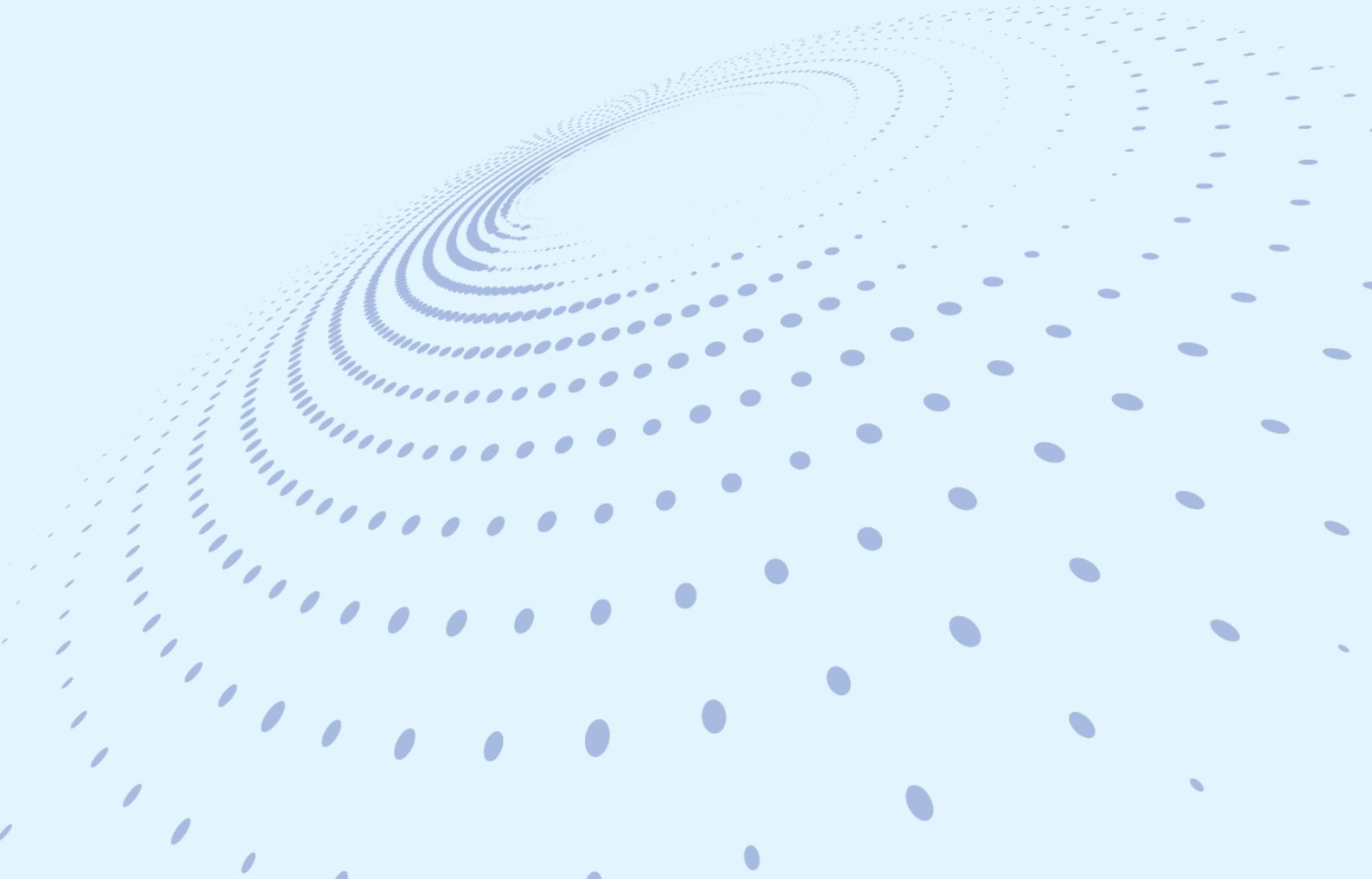

নতুন বাংলাদেশ : বিচারিক সেবা কার্যক্রমে সুশাসন

প্রেক্ষাপট

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের কাছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা – একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি করা।

কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ীকরণের অপপ্রয়াসের অন্যতম কারণ–জবাবদিহির ঊর্ধ্বে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ ও অর্থপাচারসহ বহুমুখী দুর্বৃত্তায়নের বিচারহীনতা নিশ্চিত করা। "নতুন বাংলাদেশে" রাষ্ট্র-সংস্কার ও জাতীয় রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মূল অভীষ্ট হতে হবে দুর্নীতি, তথা ক্ষমতার অপব্যবহারের এই বিচারহীনতার মূলোৎপাটন করা। এই অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানের আমূল সংস্কারের পাশাপাশি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা জোরদার করতে গণমাধ্যমসহ সকল অংশীজন ও সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযোগী নিষ্কণ্টক পরিবেশ অপরিহার্য। তবে সার্বিক রাষ্ট্র পরিচালনা কাঠামোকে দলীয়করণ ও পেশাগত দেউলিয়াপনা থেকে উদ্ধার করা ছাড়া দুর্নীতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় এমন আমূল পরিবর্তন আনতে হবে, যেন জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহিতায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

স্বাধীন বিচারব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ও আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য একটি অপরিহার্য স্তম্ভ, যা ন্যায়বিচার ও জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম মাধ্যম। বিভিন্ন ধরনের অপরাধের শাস্তি নিশ্চিতের পাশাপাশি বিচার বিভাগ আইনের শাসন বিশেষ করে মানবাধিকার রক্ষা করাসহ নির্বাহী বিভাগ তথা সরকারের কার্যক্রমে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের আদালতব্যবস্থা ও বিচারিক সেবা খাত নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর বিভিন্ন গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থায় সুশাসনের নানাবিধ সমস্যা বিরাজমান।

দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র-কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে বিচার বিভাগের সংস্কার ও বিচারিক সেবায় উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও হয়রানি হ্রাস, সর্বোপরি দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সেবা কার্যক্রমে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সহায়ক হিসেবে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হলো।

সুপারিশমালা

সংস্কার ও ক্ষমতায়ন

১. মাসদার হোসেন মামলার রায় অনুযায়ী বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া অনতিবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ ক্ষমতায়িত নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন ও কার্যকর করতে হবে।

২. বিচার বিভাগের সকল বিচারক ও বিচারপতিবৃন্দ দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ ও ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করতে পারে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৩. সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে বিচারপতি অপসারণের এখতিয়ার সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

৪. উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রনয়ন করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে অধস্তন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের হার বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. উচ্চ আদালতে বেঞ্চ গঠন এবং এখতিয়ার নির্ধারণের নীতি প্রণয়ন এবং স্বচ্ছতার সাথে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. অধস্তন ও উচ্চ আদালতে বিপুল সংখ্যক বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যথাযথ আইনি সংস্কারের মাধ্যমে দেশের প্রশাসনিক বিভাগসমূহে বিভাগীয় উচ্চ আদালত (ডিভিশনাল হাইকোর্ট) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭. বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে অধস্তন আদালতগুলোর কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে যথাযথ চাহিদা নিরূপণ এবং পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন আর্থিকভাতা ও সুবিধাদি বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ

৮. উচ্চ এবং অধস্তন আদালতের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলিসহ সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এককভাবে সুপ্রীম কোর্টের কর্তৃত্বাধীন সচিবালয়ের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

৯. আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে বিচারকদের জন্য যুগোপযোগী শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে যথাযথ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে জ্যেষ্ঠতার পাশাপাশি দক্ষতা ও কৃতিত্বের যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে হবে।

১০. বিচারক নিয়োগের পাশাপাশি বিচার বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের নিয়োগ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে করতে হবে এবং সারা দেশের বিভিন্ন আদালত ও বেঞ্চে পদায়ন এবং বদলির বিধান থাকতে হবে।

১১. বিচারক ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মান ও সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক সংশ্লিষ্টতা সাপেক্ষে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগ স্বচ্ছ এবং দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও স্বাধীন প্রসিকিউশন বিভাগ আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

স্বচ্ছতা

১৩. সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালতের কার্যক্রমে তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি আদালত প্রাঙ্গণে নাগরিক সনদ প্রবর্তন ও একাধিক দৃশ্যমান স্থানে ডিজিটাল ও প্রচলিত মাধ্যমে প্রদর্শন, পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

১৪. সকল অধস্তন আদালতের কার্যক্রমের তথ্য বিশ্লেষণসহ নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

১৫. আদালতসমূহের নিয়মিত বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করে নিরীক্ষার প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সকল অধস্তন আদালতের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

১৬. বিচার বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলের সম্পদ বিবরণী বার্ষিক ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ এবং হালনাগাদ করতে হবে। জমাকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাই এর উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে এবং কোনো প্রকার অসঙ্গতি পাওয়া গেলে, যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

জবাবদিহি

১৭. বিচারকদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল করে যথাযথ দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

১৮. বিচারিক কার্যক্রমে অভিযোগ নিরসন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে "গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (জিআরএস)" সহজ ও কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে–

- বিচারিক কার্যক্রম ও প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে জিআরএস সংস্কার করে এই অভিযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের অবহিত করতে হবে এবং যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দ্বিধায় অভিযোগ জানানোর পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- জিআরএস–এর পাশাপাশি অভিযোগ বাক্স, ইমেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক আদালত প্রাঙ্গণে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে হবে।
- অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। তিনমাস অন্তর অভিযোগগুলো নিয়ে পর্যালোচনা ও অভিযোগ সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য জমাকৃত অভিযোগ নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ ও ফলাফল-সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে/নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

১৯. সুপ্রীম কোর্ট প্রণীত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০১৭-২০২২-এর বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন সম্পন্ন করে তার আলোকে নিয়মিত প্রতি পাঁচ বছরের জন্য স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান হালনাগাদ করতে হবে।

২০. সকল আদালতের কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের আচরণ ও কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে–

- প্রতিবছর হাইকোর্ট কর্তৃক অধস্তন আদালতসমূহে আকস্মিক ও কার্যকর পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে।
- অধস্তন আদালতের বিভিন্ন কার্যালয় (যেমন–নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা, মালখানা ইত্যাদি) নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।
- অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের জন্য পৃথক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে।
- সকল পর্যায়ের আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দলীয় প্রভাব বন্ধ করতে হবে।
- আইনজীবীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে বার কাউন্সিল, স্থানীয় আইনজীবী সমিতি ও স্থানীয় বিচারিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ

২১. প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বিচারক, বেঞ্চ অফিসার এবং আইনজীবীদের মধ্যে অনিয়ম ও দুর্নীতির অশুভ জোট প্রতিরোধে স্থায়ী মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে আইনানুসারে উপযুক্ত পুরস্কার ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২২. আদালতসমূহের কার্যক্রমে যে কোনো ধরনের দুর্নীতি ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি দক্ষ এবং সৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হবে।

২৩. সামাজিক জবাবদিহিতার মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতি হ্রাসকল্পে নিয়মিত গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

আইনি সহায়তা

২৪. জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে। উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটিসমূহকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে এবং জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির সাথে সমন্বয় জোরদার করতে হবে। একইভাবে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রতিটি জেলায় লিগাল এইড কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

২৫. দেশের সকল অধস্তন আদালতের জন্য নিচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে–

- জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতগুলোর জন্য পৃথক ভবনের নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অন্যান্য আদালত ভবনের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- শিশু, নারী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবাগ্রহীতাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আদালত প্রাঙ্গণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নিশ্চিত করতে হবে।
- বিচারিক কাজে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রচলন করার কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।
- আদালত কার্যালয়ে পর্যাপ্ত লজিস্টিকস (বিশেষকরে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ফর্ম সরবরাহসহ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, ইন্টারনেট বা ওয়াইফাই সংযোগ ইত্যাদি) সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
E-mail: info@ti-bangladesh.org, Website: www.ti-bangladesh.org, Facebook: TIBangladesh